OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 472
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 468 - 472
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতায় বিশেষণ ব্যবহারের স্বতন্ত্র মাত্রা

সুদীপা জানা
স্বাধীন গবেষিকা
Email ID: sudipaburul@gmail.com
0009-0002-8774-5576

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Jibanananda Das, Banalata Sen, Morphology, Adjective, Simile, Sensually conscious, Imagery, Variety of colours.

Abstract

This research paper attempts to explore the variety of adjectives usage in Jibanananda Das's selected poems from the collection of poetry 'Banalata Sen'. Along with this, it investigates the similarity and dissimilarity of the simile with the degree of adjectives. Within the brief scope of this article, five poems have been selected from the thirty poems in the collection of 'Banalata Sen', from which example of adjectives have been taken.

Adjectives are a class of word identification in morphology, which is part of linguistics. An adjective is a word that describes the fault, quality, state or quantity of a noun or verb, which is known to all of us. There are various classes of adjectives. Three categories are more common: noun adjectives, verb adjectives and adjectival adjectives. Sub-classes of these have also been determined. Attempts have been made to provide examples according to those classes from the selected poems.

As a sensually conscious poet, the varied use of adjectives has become the main support of his poetry. And adjectives often transition into similes in his hands, which is actually the primary form of imagery. In this context, the variety of colours in Jibanananda Das's poetry, based on time and form, has also come up for discussion.

Discussion

“নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়।”[১]

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় একথা সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক যাঁর ক্ষেত্রে, তিনি কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। সমসাময়িক কবিরা যখন নতুন শব্দ সৃষ্টির নেশায় মত্ত, তখন জীবনানন্দ দাশ পরিচিত এবং অতি-পরিচিত শব্দের কুহকে বাংলা কবিতাকে অবয়ব দিচ্ছেন। ১৯১৯ সালে ব্রহ্মবাদী পত্রিকায় ‘বর্ষ-আবাহন’ নামক কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশ। অথচ চিরকাল থাকতে চেয়েছেন নির্জনে, নিরালায়, লোকচক্ষুর আড়ালে। তাঁর কথায়—

“সকল লোকের মাঝে ব’সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা?”[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 472
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ট্রাম দুর্ঘটনায় কবির মৃত্যুর ৭১ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু আজও জীবনানন্দ তাঁর কাব্যশরীর নিয়ে নিত্য নতুন করে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছেন। আমরা উজ্জীবিত হচ্ছি তাঁকে ভিন্ন অভিধায় আবিষ্কার করতে। তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ কাব্য 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যুর ছ'বছর পর। অর্থাৎ জীবনানন্দের জীবনকালকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর শিল্প-কাল। এহেন জীবনানন্দ দাশ যে আজ এবং আগামীতেও নতুন নতুন দৃষ্টিকোণে আলোকদ্যুতি ফেলবেন, তা বলাবাহুল্য।

'বনলতা সেন' (১৯৪২) জীবনানন্দের জনপ্রিয় এবং বহুচর্চিত কাব্যগ্রন্থ। আমাদের কাছে কাব্য হিসাবে 'বনলতা সেন' ব্যক্তিগত প্রেম থেকে শাশ্বত প্রেমের যাত্রাপথ আর কবির কাছে দীর্ঘ যাত্রা শেষের নির্জন আশ্রয়। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে ত্রিশটি কবিতা আছে। নিবন্ধের প্রয়োজনে পাঁচটি কবিতাকে নির্বাচন করা হয়েছে—

১. 'বনলতা সেন'
২. 'কুড়ি বছর পরে'
৩. 'হাওয়ার রাত'
৪. 'হায় চিল'
৫. 'শিকার'

উক্ত পাঁচটি কাব্য-শরীরে ধারণ করা শব্দের মণিমুক্তো থেকে আমরা বিশেষণ পদের বিশিষ্ট মাত্রা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। সাথে প্রচেষ্টা থাকবে, কবির বিশেষিত শব্দের দ্বারা চিত্রকল্প নির্মাণের কৌশলকে বিশ্লেষণ করার।

ভাষাবিজ্ঞানের রূপতত্ত্ব (Morphology)-র অন্তর্গত বাংলা পদ-রূপের এক শ্রেণি 'বিশেষণ'। নতুন করে বিশেষণের সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নিবন্ধের নেই। কারণ বিশেষণ যে নামপদ এবং ক্রিয়াপদের গুণ, ধর্ম, অবস্থার বিশিষ্টতা প্রকটিত করে, তা আমাদের জানা।

প্রথমে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো, জীবনানন্দের নির্বাচিত কবিতাগুলিতে বিশেষণ, বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বে বসছে না পরে। অর্থাৎ বিশেষণ পদটি যদি বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদের আগে বসে তাহলে সেটি সাক্ষাৎ বিশেষণ (পবিত্র সরকার) আর বিধেয় হিসেবে পরে বসলে তাকে বলা হবে বিধেয় বিশেষণ। উভয় বিশেষণেরই ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় লক্ষ্যণীয়।

"অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের **ধূসর** জগতে।"
(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

"তখন **সন্ধ্যার** কাক ঘরে ফেরে-"
(বছর কুড়ি পরে/ বনলতা সেন)

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে স্থূলাক্ষরের পদগুলি সাক্ষাৎ বিশেষণ কারণ সেগুলি বিশেষ্য পদের সামনে বসে পরের পদটির মাত্রা বোঝাচ্ছে। আবার –

"আমি **ক্লান্ত প্রাণ** এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র **সফেন**,"
(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

"নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো **লাল**।"
(শিকার/ বনলতা সেন)

উপরের পঙক্তিগুলির স্থূলাক্ষরের পদগুলি বিশেষ্য পদের পরে বসে বিধেয় বিশেষণ হিসেবে পূর্ববর্তী পদকে বিশেষিত করেছে।

বিশেষিত পদের চরিত্র অনুযায়ী সাক্ষাৎ বিশেষণের তিনটি প্রধান শ্রেণি, যথা– নাম বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ এবং বিশেষণের বিশেষণকে নির্বাচিত কবিতায় পৃথকভাবে খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। নাম বিশেষণ অর্থাৎ যে বিশেষণ, বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণকে বোঝায়। এই নাম বিশেষণের ব্যবহার বৈচিত্র্যময়। যেমন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 472
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"**হাল ভেঙ্গে** যে নাবিক হারায়েছে দিশা।" (অবস্থা বাচক)

(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

"সমস্ত **মৃত** নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল।" (অবস্থা বাচক)

(হাওয়ার রাত/ বনলতা সেন)

"সুন্দর **বাদামী** হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।" (বর্ণ বাচক)

(শিকার/ বনলতা সেন)

"সূর্যের আলোয় তার রং **কুঙ্কুমের** মতো নেই আর;" (উপাদান বাচক)

(শিকার/ বনলতা সেন)

"আবার বছর **কুড়ি** পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।" (সংখ্যা বাচক)

(কুড়ি বছর পরে/ বনলতা সেন)

"আকাশে **এক তিল** ফাঁক ছিল না;" (পরিমাণ বাচক)

(হাওয়ার রাত/ বনলতা সেন)

উপরের উল্লিখিত সমস্ত দৃষ্টান্তগুলিই নাম বিশেষণ কিন্তু প্রকারগতভাবে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির থেকে আলাদা।

একইভাবে ক্রিয়া পদকে বিশেষায়িত করার মাত্রা অনুযায়ী, কিছু ক্রিয়া বিশেষণ নির্বাচিত কবিতা থেকে তুলে আনা যেতে পারে –

"**হাজার বছর ধ'রে** আমি পথ হাটিতেছি **পৃথিবীর পথে**।"

(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

এখানে 'হাজার বছর ধরে' কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ এবং 'পৃথিবীর পথে' স্থান বাচক ক্রিয়া বিশেষণ।

"আর **উত্তুঙ্গ** বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে।"

(হাওয়ার রাত/ বনলতা সেন)

"সমস্ত দিনের শেষে **শিশিরের শব্দের** মতন/ সন্ধ্যা আসে;"

(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

প্রথমটি তীব্রতা বোঝাতে এবং দ্বিতীয়টি শ্লথ বা ধীরগতি বোঝাতে কবি এই ক্রিয়া বিশেষণ দুটির ব্যবহার করেছেন।

বিশেষণের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ পায় বিশেষণীয় বিশেষণে। যেমন –

"**সরু-সরু** কালো-কালো ডালপালা।"

(কুড়ি বছর পরে/ বনলতা সেন)

"**সবুজ** সুগন্ধি ঘাস।"

(শিকার/ বনলতা সেন)

"**উষ্ণ** লাল হরিণের মাংস।"

(শিকার/ বনলতা সেন)

"**সোনালি** ডানার চিল।"

(হায় চিল/ বনলতা সেন)

জীবনানন্দের কবিতায় এ জাতীয় বিশেষণীয় বিশেষণের প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়।

বিশেষণের ছকবাঁধা শ্রেণি থেকে এবার আসব কাব্যিক বিশেষণের প্রসঙ্গে। কাব্যে কাব্যিক বিশেষণের ব্যবহার স্বাভাবিক। আর জীবনানন্দের কবিতায় তা অতিমাত্রায় স্বাভাবিক। কবি বলছেন—

"আড়ষ্ট-অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের **প্রবল নীল অত্যাচার** আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন
আকাশের **বিরামহীন বিস্তীর্ণ** ডানার ভিতর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 472
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পৃথিবী **কীটের** মতো মুছে গিয়েছে কাল!"

(হাওয়ার রাত/ বনলতা সেন)

উল্লেখ্য, স্থূলাক্ষরে লিখিত পদগুলির পার্থিব অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা আলোচ্য না। কিন্তু কবির অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য ঐ কাব্যিক বিশেষণগুলির প্রয়োজন ছিল। আবার তিনি যখন বলেন -

"একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল/ একটা দুরন্ত শকুনের মতো।"

(হাওয়ার রাত/ বনলতা সেন)

এখানে 'দূর নক্ষত্র'কে, 'দুরন্ত শকুনের' দ্বারা বিশেষিত করা হচ্ছে না, বরং উপমিত করা হচ্ছে। যা আসলে বিশেষণ ব্যবহারের বিশিষ্ট মাত্রাকে প্রকটিত করে।

'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন -

> "সাদৃশ্য বা সমান ভাব জানাইবার জন্যও বিশেষণেয় তুলনা হয় তখন প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত উপমানের সহিত (সর্বনাম হইলে বিকল্পে প্রাতিপদিক রূপের সহিত-নিয়ে দ্রষ্টব্য) << হেন >> এই শব্দ জুড়িয়া (সাধারণত: পদ্যে ও চলিত ভাষায়), কিংবা ষষ্ঠ্যন্ত উপমানের সঙ্গে << মত; মতন, ন্যায়>> এই শব্দগুলির কোন একটি যোগ করিয়া, এই সাম্য বা সাদৃশ্য প্রকটিত হয়;"[৩]

জীবনানন্দ দাশের 'হায় চিল' কবিতার একটি পঙক্তিতে কবি বলছেন -

"তোমার কান্নার সুরে **বেতের ফলের** মতো তার **ম্লান চোখ** মনে আসে।"

(হায় চিল/ বনলতা সেন)

এখানে 'বেতের ফল' উপমান আর 'ম্লান চোখ' উপমেয়। আর সাদৃশ্য সূচক শব্দ 'মতো'। খুব স্বাভাবিকভাবে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু এখানে উপমা অলংকারকে প্রাথমিক স্তরে সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি। এবার প্রশ্ন ওঠে কোন মাত্রা থেকে আমরা সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ ও উপমাকে পৃথক করবো? সাধারণভাবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন তুলনা এলে তাকে আমরা সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ, আর দুই পৃথক বস্তুর তুলনা যখন এক ইন্দ্রিয় আঘাত করে অন্য ইন্দ্রিয়কে জাগিয়ে তোলে তখন তাকে উপমা অলংকার বলতে পারি।

জীবনানন্দ দাশ ইন্দ্রিয়-সচেতন কবি, তাই তাঁর কাব্যে বিশেষণ একটি প্রধান অবলম্বন হবে তা বলাবাহুল্য। তার হাতে পরিচিত বিশেষণের অপরিচিত ব্যবহার পাঠককে আকৃষ্ট করে। 'বনলতা' সেন কাব্যের নির্বাচিত কবিতায় বিশেষণ বহু ক্ষেত্রেই উপমাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে চিত্রকল্পের যাত্রা। যেমন, 'বনলতা সেন' কবিতার বহু চর্চিত পঙক্তি –

"পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

এখানে 'চোখ' বিশেষ্য, কিন্তু মানুষের চর্মচক্ষুর বিশেষণ 'পাখির নীড়' হতে পারে না। কবি বনলতা সেনের চোখে গভীর প্রশান্তির রূপকে 'পাখির নীড়' শব্দটিকে নির্বাচন করেছেন। যা আপাতভাবে বিশেষণ জাত কিন্তু বিশেষণের তাৎপর্য অতিক্রম করে 'মত' শব্দের মাধ্যমে উপমা অলংকারে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর পাঠকের চোখে জন্ম দিয়েছে এক গভীর তাৎপর্যবাহী চিত্রকল্পের।

'চিত্ররূপময়' কবি জীবনানন্দ দাশ। তিনি 'শিকার' কবিতায় চিত্রকল্পের ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। চিত্রকর ছবি ফুটিয়ে তোলেন রঙে, আর কবি শব্দে। তিনি কবিতার ফ্রেমে একটার রঙের উপর অন্য রঙের প্রলেপ দিচ্ছেন। আর একটার পর একটা ছবি বদলে যাচ্ছে।

"আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল **নীল**
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো **সবুজ**।"

(শিকার/ বনলতা সেন)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 472
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে প্রথমটি স্বপ্নের রং আর দ্বিতীয়টি সতেজতার। নীল, সবুজ রং আমাদের পরিচিত কিন্তু এ উপমা অপরিচিত। পরের পঙক্তিতে আছে একটি তারার প্রসঙ্গ – যে কিনা,

"পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিলো।"

(শিকার/ বনলতা সেন)

ভোরের আকাশের একটি তারার সাথে এই পৃথক দুই চিত্রকল্প একেবারেই জীবনানন্দীয়। যা তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি।

তাই, বিশেষণ থেকে উপমা, উপমা থেকে চিত্রকল্প– জীবনানন্দের হাতে স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। 'বনলতা সেন' কাব্যের নির্বাচিত কবিতায় আমরা তার প্রাথমিক রূপ দেখার চেষ্টা করলাম মাত্র।

Reference:

১. ঘোষ, শঙ্খ, নিঃশব্দের তর্জনী, শব্দের পবিত্র শিখা, আশা প্রকাশনী, কলকাতা–৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ: ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ১৩
২. দাশ, জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ভারবি, কলকাতা–৭৩, ষোড়শ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, পৃ. ৩১৪

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, সপ্তবিংশ সিগনেট সংস্করণ, ১৪০৮

সহায়ক গ্রন্থ :

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২
সরকার, ড. পবিত্র, ভাষা–জিজ্ঞাসা, বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির, কলকাতা – ৭০০০০৯, অষ্টম সংস্করণ – ২০০৩